কালের কণ্ঠ

26 NOV 2013
১৮ ... ২

টাঙ্গাইলের সাদত কলেজে ভাঙচুর

পরীক্ষাসহ সব কার্যক্রম কাল পর্যন্ত স্থগিত

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি ▶

টাঙ্গাইলের সরকারি সাদত কলেজে মঙ্গলবার অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা চলাকালে কিছু ছাত্র পরীক্ষার হলে ঢুকে পরীক্ষার্থীদের খাতা ও প্রশ্নপত্র ছিনিয়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলেছে। সেইসঙ্গে তারা উপাধ্যক্ষের কক্ষ ও বিভিন্ন বিভাগের সেমিনার কক্ষসহ কলেজের বেশ কিছু কক্ষে দুই দফায় ভাঙচুর করে। এ ঘটনার প্রতিবাদে কলেজের অভ্যন্তরীণ সব পরীক্ষা বন্ধ ও ভর্তিসহ সব কার্যক্রম আগামীকাল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত স্থগিত করেছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। কিছু ছাত্রের অন্যায় আবদার রক্ষা না করা ও তাদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করায় এ হামলার ঘটনা বলে জানান শিক্ষকরা।

সরকারি সাদত কলেজের অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও শিক্ষক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান মিয়া জানান, কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র রেজাউল করিমকে গত বৃহস্পতিবার শহরের মেজর জেনারেল মাহমুদুল হাসান মার্কেটের সামনে থেকে হেরোইনসহ আটক করে পুলিশ। খবর পেয়েও তাকে ছাড়িয়ে না আনার অভিযোগে একদল ছাত্র অধ্যক্ষের বাসভবনে হামলা চালায়। পরে শনিবার দুপুরে কলেজের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা চলাকালে বহিরাগত একদল ছাত্র পরীক্ষার হলে ঢুকে পরীক্ষার্থীদের বের করে দেয়। এ সময় তারা অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকে। একইসঙ্গে তারা একাডেমিক ভবনে ভাঙচুর চালায়। পরে ডিগ্রি পাস কোর্সের প্রথম বর্ষের ছাত্র সোহাগ বাবুসহ আরো কয়েকজন তাদের চাহিদামতো হলের সিট বরাদ্দ দেওয়ার দাবি জানায়। সিট না পেলে কলেজের মহিলা হোস্টেলের সুপার ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক এস এম সোলায়মান কবিরকে কলেজ থেকে বের করে দেওয়াসহ তাঁকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। শিক্ষকরা এ ঘটনার প্রতিবাদে ক্যাম্পাসে তাৎক্ষণিক মৌন মিছিল বের করেন। এ ব্যাপারে রবিবার টাঙ্গাইল মডেল থানায় একটি জিডিও করা হয়।

চাহিদামতো হলের সিট বরাদ্দ দাবি এবং শিক্ষককে প্রাণনাশের প্রতিবাদে সোমবার দুপুরে টাঙ্গাইল শহরের নিরালা মোড়ে মানববন্ধন ও স্থানীয় শহীদ মিনার চত্বরে সমাবেশ করেন সরকারি সাদত কলেজের শিক্ষকরা। এতে বক্তব্য দেন অধ্যক্ষ অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম মিয়া, উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক আনসার আলী, বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির কেন্দ্রীয় সহসভাপতি এস এম ওয়াহিদুজ্জামান প্রমুখ। ওই দিন টাঙ্গাইল প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনও করেন তাঁরা।

শিক্ষক মনিরুজ্জামান মিয়া জানান, এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ওই শিক্ষার্থীরা বহিরাগতদের নিয়ে মঙ্গলবার সকালে আবার কলেজে হামলা চালায়। পরীক্ষার হলে ঢুকে সব খাতা ও প্রশ্নপত্র ছিনিয়ে নেয় তারা। হল থেকে বের করে দেওয়া হয় পরীক্ষার্থীদের। এ সময় তারা বিভিন্ন কক্ষের দরজা, জানালা ও কম্পিউটার ভাঙচুর করে। দুপুরের দিকে টাঙ্গাইল মডেল থানা থেকে পুলিশ ও জেলা ছাত্রলীগের নেতারা কলেজে উপস্থিত হয়ে আগামীকাল বৃহস্পতিবার ঘটনার মীমাংসার কথা জানালে পরিস্থিতি শান্ত হয়। পুলিশ ও জেলা ছাত্রলীগের নেতারা কলেজ থেকে চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরই ফের হামলা চালানো হয়। উপাধ্যক্ষের কক্ষ, প্রধান অফিস সহকারীর কক্ষ, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কক্ষসহ প্রায় সব বিভাগের সেমিনার কক্ষে ভাঙচুর করা হয়।

এ ঘটনার প্রতিবাদে শিক্ষকরা তাৎক্ষণিক বৈঠকে বসে আগামীকাল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কলেজের অভ্যন্তরীণ সব পরীক্ষা ও অনার্স প্রথম বর্ষের ভর্তি বন্ধসহ কলেজের সব কার্যক্রম স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেন।

কলেজের পরীক্ষা বন্ধসহ সব কার্যক্রম স্থগিত রাখার কথা জানিয়ে কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম মিয়া বলেন, আগামীকাল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মীমাংসার যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে সে জন্য অপেক্ষা করা হবে। সে দিন মীমাংসা না হলে পরবর্তী সময়ে কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

এ ব্যাপারে টাঙ্গাইল জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি নাজমুল হুদা নবীন বলেন, শিক্ষক-ছাত্রের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। শিক্ষকদেরও কিছু সমস্যা ছিল। আর ছাত্ররাও একটু উগ্র হয়েছিল। বৃহস্পতিবার শিক্ষক ও ছাত্রদের নিয়ে বৈঠকে বসে ভুল বোঝাবুঝি অবসানের চেষ্টা করা হবে।